পাক্ষিক

আহ্‌মদী

একাদশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা

১৫ই মাহে এহ্‌সান—১৩২০ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই জুন, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

هو الناصر

দর্শন ও ধর্ম্ম

পুনর্জ্জন্মবাদ ও আধ্যাত্মিক শান্তি

বৃথা বিষয়ের আলোচনা পরিহার কর

কেবল এরূপ বিষয়ের প্রতিই মনোনিবেশ কর যাহাতে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উন্নতি লাভ হয়

[হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ—আহমদী জমাতের বর্ত্তমান নেতা]

(১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম]

মানুষ যখন এই দুনিয়াতে সৃষ্ট হইল তখন এই দুনিয়াটাকেই সে বৃহত্তম বস্তু মনে করিত, সূর্য্য বা চন্দ্র তাহার নিকট একখানা থালা সদৃশই দৃষ্ট হইত এবং নক্ষত্রগুলি কোনটা কুল, কোনটা আখরুট বা কোনটা ছেবের সমান দৃষ্ট হইত। পৃথিবীর বৃক্ষলতাদিও তাহার নিকট সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি হইতে বৃহত্তর মনে হইত। মানুষ ভাবিয়া চমৎকৃত হইত যে, দূরে বহু দূরে, যেখানে তাহার হাত পৌঁছিতে পারে না, পাহাড়ে চড়িয়াও পৌঁছাইতে পারে না, একটি ছোট থালার ন্যায় বস্তু আবির্ভূত হইয়া কেমন করিয়া সমস্ত দুনিয়াকে আলোকিত করিয়া দেয় এবং রাত্রিকালেও একটি ছোট ধূসরবর্ণ থালার ন্যায় বস্তু প্রকাশিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দেয় এবং সহস্র সহস্র উজ্জ্বল তারকা আকাশে বিস্তৃত হইয়া এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য সৃষ্টি করে, আবার দিবাগমনে এই সবগুলিই অদৃশ্য হইয়া যায়!

আল্লাহতা'লা যদি মানুষকে প্রথমাবস্থায় স্বয়ং সরল পথে পরিচালিত না করিতেন তবে এই সকল বস্তু বাস্তবিকই মানুষকে নিতান্ত বিস্মিত ও পথ-হারা করিয়া দিত। গৃহে একটি সামান্য আওয়াজ হইলে গৃহাভ্যন্তরের লোকগণ চমকিয়া উঠে এবং তালাস আরম্ভ করিয়া দেয়—কেহ বলে ইঁদুর হইবে, কেহ বলে চোর হইবে। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় উপরুক্ত বিষয়গুলি মানুষের পক্ষে কত বিস্ময়কর হইতে পারে! কিন্তু মানবতা বয়-প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই বা প্রথম মানব বয়-প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই আল্লাহ্‌তা'লা তাহার কাণে এই বাণী শুনাইলেন—"আমি তোমার আল্লাহ যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছি। যাহা-কিছু তোমার দৃষ্টি-গোচর হয় তৎসমুদয়ই আমার সৃষ্ট, যেমন তুমিও আমার সৃষ্ট। তুমি একদিন মৃত্যু লাভ করিয়া আমার সামনে হাজির হইবে। যাহা-কিছু তোমার দৃষ্টি-গোচর হয়, দূরেই হউক আর নিকটেই হউক, আমি তোমার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং এই সবই তোমার সেবায় নিযুক্ত আছে।"

এই বাণী মানুষকে বহু পেরেশানী বা উদ্বেগ-অশান্তি হইতে বাঁচাইয়াছে। প্রথম মানব অর্থাৎ আদম যদি জ্ঞান লাভ করার পর এই বাণী না শুনিতেন তবে তাঁহার পক্ষে কত অসুবিধা হইত, কত পেরেশানী বা উদ্বেগ তাঁহাকে বরণ করিতে হইত! দিবা হওয়া মাত্রই তাঁহার এক পেরেশানীর কারণ উদ্ভব হইত—সূর্য্য কি, কোথা হইতে আসিল, উহার প্রকৃত তত্ত্ব কি? তদ্রূপ রাত্র হওয়া মাত্রই আর এক পেরেশানীর দ্বার উন্মুক্ত হইত—চন্দ্র কি, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব কি, মানুষের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের সম্পর্ক কি, ইহারা মানুষের কোন ক্ষতি বা হিত সাধন করিতে পারে কি-না, ইহারা মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারে কি-না? যাহারা খোদাতা'লার উপরুক্ত বাণী দ্বারা উপকৃত হয় নাই, তাহারাই এই বিপাকে পড়িয়াছে। শত সহস্র বুত-পরস্ত বা পৌত্তলিক জাতি এই বিপাকে পতিত। তাহারা মনে করে, চন্দ্র-সূর্য্যের আত্মা আছে, ইহারা খুশী বা অখুশী হয়। কিন্তু আমরা ইহাদের নিকট পৌঁছিতে পারি না, ইহারাও আমাদের নিকট ইহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না। ইহারা কেমন করিয়া রাজী হয় বা কেমন করিয়া নারাজ হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আজ কেহ কোন কাজ করিল, ইহার ফল ভাল হইল না, তো মনে

করিল, চন্দ্র দেবতা এই কাজে সন্তুষ্ট হন নাই। কল্য কেহ কোন কাজ করিল, উহার ফল ভাল হইল, তো মনে করিল, সূর্য্য দেবতা এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র নিজে কিছু বলিবে না, সূর্য্যও নিজে কিছু বলিবে না এবং উহাদের মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান আছে উহাও কিছু বলিবে না।

পক্ষান্তরে আদম কত শান্ত-মনা ছিলেন! কারণ খোদাতা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি সকল বস্তুকেই তাঁহার উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সবই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে। অতএব ইহাদের সন্তোষ-অসন্তোষের কথা ভাবিয়া তাঁহার পেরেশান হইবার কোন আবশ্যক নাই। একেশ্বরবাদ এবং খোদাপ্রাপ্ত আদম এই সকল পেরেশানী হইতে বিমুক্ত ছিলেন। তিনি এই সকল বস্তু হইতে কল্যাণ গ্রহণে রত এবং খোদাতা'লার এবাদত বা উপাসনায় মগ্ন ছিলেন, চন্দ্র বা সূর্য্যের উদয় বা অস্ত গমন তাঁহার পক্ষে কোন চিন্তার কারণ ছিল না। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত তাঁহার নিকট নিজ জাগরণ বা শয়নের মতই ছিল। কারণ তিনি জানিতেন যে, এই সকল বস্তুই খোদাতা'লা তাঁহার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এগুলিও ঘোড়া গরুর মতই বস্তু। ইহাদের সন্তোষেও আমার কোন লাভ হইবে না এবং ইহাদের অসন্তোষেও আমার কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু অন্যান্য লোকগণ, যথা, ভারতের ও গ্রীসের দার্শনিকগণ ইহাদের নিয়া কত তর্ক-বিতর্ক, কত গবেষণা, কত চিন্তা-ভাবনা করিয়াছে। অবশ্য যদি এগুলিকে খোদা মনে না করিয়া জড় পদার্থ জ্ঞানে এগুলির সম্বন্ধে বিজ্ঞান-মূলক গবেষণা করিয়া এগুলির তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিত তবে কোন আপত্তির বিষয় ছিল না। কারণ কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে আনন্দ লাভ হয়, না পারিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ মানুষের পিতা-প্রপিতামহেরও তো এসব তথ্য জানা ছিল না, তজ্জন্য তাহাদের কোন ক্ষতিও হয় নাই। কিন্তু যদি এগুলিকে খোদা মনে করা হয় এবং ইহাদিগকে মানুষের জীবন-মৃত্যু বা সুখ-শান্তির অধিকারী জ্ঞান করা হয় তবে রাত-দিন মানুষের এক চিন্তা থাকিবে, না-জানি এগুলি কখন কি অনিষ্ট সাধন করিয়া বসে। কারণ অপরিচিত বস্তু সর্ব্বদাই পরিচিত বস্তু অপেক্ষা অধিকতর চিন্তার কারণ হয়। মানুষ সম্মুখীন শত্রু হইতে এত ভয় করে না, যত ভয় সে, লুক্কায়িত শত্রু হইতে করে। তরবারী হস্তে কোন শত্রু সামনা-সামনি আক্রমণ করিলে তাহাকে লোক এত ভয় করে না, যত ভয় সে চোরকে করে; চোর যে খুব বাহাদুর হয় সে-জন্য নহে, এই জন্য যে, জানা নাই, সে কখন, কোন দিক দিয়া, কি-ভাবে আসিয়া কি-ক্ষতি সাধন করিয়া ফেলে। কাহারো কোন অসুখ হইলে যদি ডাক্তার রোগের নাম বলিয়া দেয়—যথা বলিয়া দেয় যে, পাথরি হইয়াছে, তবে আত্মীয়-স্বজনের মনে অনেকটা শান্তি লাভ হয়, কারণ তাহারা মনে করে হাসপাতালে নিয়া অপারেশন করাইলেই ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু কাহারো যদি সামান্য জ্বরও হয় এবং ডাক্তার বলে যে, জ্বরের কোন কারণ বুঝা যাইতেছে না, তবে সমস্ত আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে।

এইরূপে, যাহারা আল্লাহ্তা'লাতে বিশ্বাস রাখেন তাহাদেরও কখন কখন ভয় হয় যে, অমুক না-ফরমানী বা অবাধ্যাচরণ করিয়া ফেলিয়াছি, কোন শাস্তি না ভোগ করিতে হয়, আপন স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব কি না, পারিব। তবে এই ভয়ের একটা সীমা আছে। কিন্তু যাহার জানাই নাই যে, খোদাতা'লা কি-কারণে অসন্তুষ্ট হন এবং কেমন করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, কি কি পদ্ধতি বা কার্য্য অবলম্বন করিলে তিনি নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী হন, এরূপ ব্যক্তির অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে একাকী এক জঙ্গলে বসা আছে, এবং চারিদিক হইতে আওয়াজ আসিতেছে যে, তাহার উপর ছয় জন ডাকাত এবং হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে জানে না, কখন, কি-ভাবে কোন দিক হইতে আক্রমণ হইবে—বাঘই আক্রমণ করিবে, না ভল্লুকই আক্রমণ করিবে, না কোন চোরই আক্রমণ করিবে।

উপরুক্ত বিষয়টির একটি দৃষ্টান্ত যুদ্ধের ব্যাপারেও পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা যায় যে, আক্রমণকারী জাতি আত্মরক্ষাকারী জাতি অপেক্ষা অধিকতর শান্ত-মনা থাকে। এই যুদ্ধে ইটালী উপর্য্যুপরি পর্য্যুদস্ত হইতেছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, ইটালীয় সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে জানে না, তাহারা কেবল আত্মরক্ষাই করিতে জানে। আক্রমণকারী যদি দশ জনও হয় এবং আত্মরক্ষাকারী এক হাজারও হয় তবু আত্মরক্ষাকারী পক্ষ দুর্ব্বল থাকে। তাহাদের মনে সর্ব্বদাই এই খটখটি থাকে যে, না-জানি কোন দিক দিয়া এই দশ জন আক্রমণকারী আক্রমণ করিয়া বসে।

খোদাতালার প্রতি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এই দুই দলের মধ্যেও এই প্রভেদই থাকে। বিশ্বাসিগণ অবগত আছে, কোন্ দিক দিয়া বিপদের আশঙ্কা আছে এবং তাহা হইতে বাঁচিবারই বা উপায় কি। কিন্তু অবিশ্বাসিগণ কেবল খেয়ালী ঘোড়া দৌড়ায়। তাহারা প্রত্যেক অনুপরমানুকে খোদা মনে করিয়া উহাকে ভয় করে। তাহারা পদে পদে আশা পোষণ করে এবং পদে পদেই নিরাশ হয় এবং পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

অতএব ইহা আল্লাহ্তালার এক মস্ত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আদমকে জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এলহাম (বাণী) দ্বারা জানাইয়া দেন যে, এই সমস্ত বস্তুই আল্লাহর সৃষ্ট এবং মানবের হিতের জন্য। এই পয়গাম আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক নবীর সাহায্যেই জগতকে পৌঁছাইয়া আসিতেছেন এবং বর্ত্তমান জগতে তিনি হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) যোগে এই বাণী শুনাইয়াছেন।

অবশ্য আল্লাহ্তা'লাকে যাঁহারা মানেন তাঁহারাও বিপদ-গ্রস্ত হন, কিন্তু তাঁহারা আল্লাহ্তা'লার অসন্তোষ দূর করিবার এবং তাঁহার পুরস্কার লাভ করিবার উপায়ও অবগত আছেন। তাঁহাদের কোন ভ্রম ধরা পড়িলে তাঁহারা সেই ভ্রম সংশোধনের উপায়ও জানেন। কিন্তু যাহারা কেবল নিজের বুদ্ধির উপরই চলিয়াছে তাহাদের পেরেশানী বা উদ্বেগের কথা অনুমানই করা যায় না।

গতকল্য জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি কাণপুরের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার পুত্রের

ফাঁসি দণ্ড হইয়াছিল। তিনি আমাদ্বারা দোয়া করাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আমার নিকট তাঁহার পুত্রের ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলেন তখন আমি অনুভব করিলাম, তাঁহার শেষ আশাও চলিয়া গিয়াছে এবং একটা উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ব্যক্তি এই ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, **"জানি না, ভগবান কোথায় শুইয়া আছেন।"** কতক্ষণ পর আবার বলিলেন, **"জানি না, কোন্ জন্মের কোন্ পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছি।"** তাঁহার এই বাক্য দুইটি আমাকে এরূপ অবাক করিল যে, আমি তাঁহার প্রতি আমার সাধারণ কর্ত্তব্যের কথাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য আমি তাঁহার প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করিলাম এবং একথাও বলিলাম যে, আমি দোয়া করিব, কিন্তু যতটুকু সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারি নাই। আমি তাঁহার এই কথা দুইটি সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলাম এবং ভাবিলাম, 'এল্‌হামী' (ঐশীবাণীমূলক) এবং 'গয়ের-এলহামী' ধর্ম্মে কত প্রভেদ! আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে নিজ সম্বন্ধে বলেন, তাঁহার তন্দ্রাও নাই, নিদ্রাও নাই। কিন্তু অন্যান্য কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণ মনে করে, আল্লাহতা'লা শয়নও করেন, জাগরণও করেন। তাই এই ব্যক্তি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল, 'আমার ছেলে ফাঁসিতে যাইতেছে, এবং ভগবান জানি কোথায় শুইয়া আছেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায় এক মোসলমান জানে যে, তাহার যদি কোন শাস্তিও লাভ হয় তবে তাহার নিজের কোন ত্রুটি বশতঃই হইবে, আর যদি তাহার নিজের কোন ত্রুটি না থাকিয়া থাকে তবে খোদা নিদ্রিত নহেন, তিনি সব কিছুই দেখিতেছেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই রূপে তাঁহার মন শান্ত থাকে।

মাতার সন্তান মরিয়া যায়, হারাইয়াও যায়। যে-মাতার সন্তান মরিয়া যায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে কাজ-কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন এবং শোক ভুলিয়া যান, কিন্তু যে-মাতার সন্তান হারানি যায়, তিনি সর্ব্বদাই শোকে পেরেশান থাকেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে এই চিন্তা উঠে যে, না-জানি তাঁহার সন্তান এখন কি অবস্থায় আছে, কোন জালেমের হাতে পড়িয়া কত কষ্ট পাইতেছে।

মোট কথা, সম্পূর্ণ আশাহীন হইলেও এক প্রকার শান্তি পাওয়া যায়। যে-ব্যক্তি জানে যে, খোদা চির-জাগ্রত এবং সব-কিছুই দেখিতেছেন, সে মনে করে যে, খোদাতা'লা হয়তো তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার মনস্থ করিয়াছেন। এই ভাবিয়া সে সেই মাতার মত যাহার সন্তান মারা গিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যে-ব্যক্তি মনে করে যে, খোদাতা'লা নিদ্রাও যান, সে এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হয় যে, খোদা হয়তো এখন নিদ্রিত আছেন, তাহাকে জাগাইবার কোন উপায় জানা নাই, তিনি কোথায় নিদ্রিত আছেন তাহাও জানা নাই, কোন্ দরওয়াজা খটখটাইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহাও জানা নাই, এদিক দিয়া সন্তান ফাঁসিকাষ্ঠে যাওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে—ইত্যাদি ভাবিয়া সে অস্থির হয়। তাহার এই অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ সেই দার্শনিকগণই যাহারা খোদা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা প্রচার করিয়াছে।

কোন পিতার সন্তান যদি কোন কঠোর রোগে আক্রান্ত হয় এবং ডাক্তার নিকটে বসা থাকে তবে পুত্রের অবস্থা সাংঘাতিক হওয়া সত্ত্বেও তাহার মনে এক প্রকার শান্তি থাকে। ঠিক সেইরূপ যে-ব্যক্তি জানে যে, খোদা নিদ্রা যান না, সর্ব্বদাই জাগ্রত এবং সাহায্য চাহিলেই তিনি কোন মোছলেহাত বা বিশেষ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে না হইলে, সাহায্য করিবেন, সে-ব্যক্তির মনে কতকটা সান্ত্বনা নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু যে-পিতার সন্তান কঠোর রোগে আক্রান্ত এবং সে ডাক্তারের বাড়ীতে যাইয়া জানিতে পারিল যে, ডাক্তার বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, ডাক্তার নিজ বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে, পুনরায় ডাক্তারের বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিল যে, ডাক্তার অন্য কোন রোগীকে দেখিতে গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সে এক দিক দিয়া ডাক্তারকে তালাস করিতে করিতে অস্থির, অপর দিক দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় আতঙ্কিত। যে-ব্যক্তি মনে করে যে, খোদা শয়নও করেন এবং তাঁহাকে খুজিয়া পাওয়া বা জাগান মুস্কিল, তাহার অবস্থাও এইরূপই।

পক্ষান্তরে এক মোসলমানের অবস্থা কত সান্ত্বনা-দায়ক। সে জানে যে, খোদা কখনো নিদ্রা যান না, সর্ব্বদাই জাগ্রত আছেন এবং একথাও জানে যে, যে-শাস্তিই লাভ হয় তাহা এই জন্মের পাপের জন্যই লাভ হয়, এবং সকল সময়ই যে শুধু পাপের জন্যই শাস্তি লাভ হয় তাহাও নহে, দুনিয়াতে এক শরিয়ত বা ধর্ম্মের বিধান আছে, আর এক প্রাকৃতিক বিধান আছে। কখন কখন মানুষ প্রাকৃতিক বিধানেও কষ্ট পায়, কোন পাপের সাজা স্বরূপ নহে। এই সকল বিষয়ে যাঁহার ইমান আছে তাঁহার মন শান্তিপূর্ণ থাকে। তিনি খোদাতালার এই শিক্ষা অবগত আছেন যে, এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তৌবা বা অনুতাপ করিলে এবং দোয়া করিলে পাপ মার্জ্জনা হইতে পারে। কিন্তু যে-ব্যক্তি মনে করে যে, খোদাতালাও এক বানিয়ার মতই, তিনি আমাদের সব পাপের এক খাতা বানাইয়া রাখিয়াছেন এবং প্রত্যেক পাপের জন্যই কোন-না-কোন জন্মে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে, খোদাত'লা কোন পাপেরই সাজা না দিয়া ছাড়েন না, এরূপ ব্যক্তির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে যে, তাহার কোনই পাপ তো মার্জ্জনা হইতে পারে না, শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে, না-জানি কোন্ জনমে কোন্ পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। বানিয়ার খাতার হিসাব যেমন শেষ হয় না পুনর্জন্মবাদীদের খোদার হিসাবও শেষ হয় না, হিসাবের খাতায় কিছু না কিছু বাকী থাকিয়াই যায়। আবার ইহাও জানা যায় না যে, যে-শাস্তি ভোগ করা হইতেছে তাহা পূর্ব্বজন্মের কোন প্রাথমিক পাপের সাজা, না শেষ পাপের সাজা। কেবল শাস্তিই দেয়, কিন্তু অপরাধ কি, অপরাধের গুরুত্ব কত, শাস্তির পরিমাণ কত, শাস্তি হইতে বাঁচিবার কোন উপায় আছে কি-না তাহা কিছুই জানায় না। সম্পূর্ণ বানিয়ার ন্যায়ই অবস্থা। বানিয়াগণই পরমেশ্বর হইতে ইহা শিখিল, না পরমেশ্বরই বানিয়াগণ হইতে শিখিল, তাহা কে বলিতে পারে!

মোটকথা, এরূপ ধারণা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের মনে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। আজকাল যে শিক্ষিত আর্য্য-

সমাজিগণের হৃদয়ে কতকটা শান্তির ভাব দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, তাহারা পুনর্জন্মবাদ মানে না। অবশ্য তর্ক করিবার সময় তাহারাও পুনর্জন্মবাদ সমর্থন করিয়া তর্ক করে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় এই মতবাদ সমর্থন করে না। নতুবা তাহাদের মনে কখনো শান্তি হইতে পারিত না। আর মানিলেও কেবল দার্শনিক বিষয় রূপে মানিয়া থাকে, নতুবা তাহাদের 'আকীদা' বা ধর্ম্ম বিশ্বাস মোসলমানদের মতই। তাহারা কেবল মস্তিষ্কের আমোদের জন্য পুনর্জন্মবাদের সপক্ষে তর্ক করে, নতুবা তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে উহার কোন প্রভাব নাই। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, পুনর্জ্জন্মবাদীদের খোদা ও বানিয়াদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। বানিয়া বরং একটু ভাল। সে ত কখন কখন প্রতারণা করিয়া হইলেও তাহার খাতকগণকে এই বলিয়া একটু সান্ত্বনা দেয় যে, তোমার হিসাব শেষ হইয়াছে, কিন্তু যে-পরমেশ্বর তাহারা মানে সেই পরমেশ্বর তো একবার প্রতারণা করিয়াও একথা বলে না যে, এখন তোমার পাপের হিসাব পরিষ্কার হইয়াছে।

বস্তুতঃ দার্শনিকগণ মানবের উপর অসীম অত্যাচার করিয়াছে। ইহারা নিজেদের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদের প্রচার করিয়া কোটি কোটি মানবের মনের শান্তি নষ্ট করিয়াছে। এই মতবাদের লোকদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হইলে ইহারা বলিয়া থাকে, "না জানি, কোন্ জন্মের শাস্তি ভোগিতে হইতেছে।" ইহারা ভাবে না যে, এই জন্মের কাজের ফলই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমরা কি দৈনন্দিন দেখিতে পাই না যে, আজ এক ব্যক্তি অধিক মরিচ খাইলে কল্য তাহার আমাশয় হইয়া পড়ে, আজই জল পান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় এবং রুটি খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। এই সবই এই জীবনেরই কর্ম্ম-ফল। সমস্ত কর্ম্মের ফলই এখানেই প্রকাশিত হয়। অবশ্য দুই একটি কাজের ফল যদি আমরা দেখিতেও না পাই তবে অন্যান্য কাজের ফল দেখিয়া আমরা এই দুই একটি সম্বন্ধেও অনুমান করিয়া লইতে পারি। এই জীবনে যদি কেবল পূর্ব্বজন্মের কাজের ফলই লাভ হইয়া থাকে তবে মানুষের বিবাহও করা উচিত নহে, পূর্ব্বজন্মের কোন কর্ম্মের ফলে যদি সন্তান হয় তবে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মানুষ বিবাহ করিলেই সন্তান হয়, জল পান করিলেই পিপাসা নিবারণ হয়, আহার করিলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। এই সমস্ত কর্ম্ম-ফলই সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং এইগুলি প্রাকৃতিক নিয়মেরই ফল। যথা—কেহ যদি আগুণের কাছে বসে তবে তাহার কাপড় গরম হইবে, মাতাপিতার স্বাস্থ্য খারাপ হইলে অন্ধ সন্তান জন্মিবে, মাতার জঠরে কোন দোষ-ত্রুটি থাকিলে সন্তানের হাতে দুই অঙ্গুলি হইবে বা পায়ে কোন ত্রুটি হইবে বা এরূপ আর কোন দোষ থাকিবে। যতদিন মাতার জঠরে এই দোষ থাকিবে ততদিন দোষিত সন্তানই জন্মিবে, আবার মাতার জঠরের দোষ চলিয়া গেলে সুস্থ সন্তান জন্মিবে। তদ্রূপ কেহ হাতে বরফ লইলে তাহার হাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কিন্তু এই সরল-সহজ কথাগুলিকে দার্শনিকগণ অতি কঠিন, কষ্ট-কল্পিত ও জটিল করিয়া দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, মোসলমানদের মধ্যেও এই সকল ধারণা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা মনে করে আত্মা বাহির হইতে আসে। আত্মা বাহির হইতে আসে বলিয়া বিশ্বাস করার ফলেই পুনর্জন্মবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কোরান বলিয়াছে, আত্মা বাহির হইতে আসে না, মানুষের ভিতর হইতেই সৃষ্টি হয়। এই কারণেই রুগ্ন দেহ হইতে রুগ্ন সন্তান এবং সুস্থ দেহ হইতে সুস্থ সন্তান জন্মে। আত্মা বাহির হইতে আসে বলিয়া মানিলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, খোদাতা'লা ইহাকে মন্দ পাত্রে রাখিলেন কেন? কিন্তু আত্মা ভিতর হইতেই সৃষ্টি হয় বলিয়া মানিলে এই আপত্তি উঠিতেই পারে না। এক ব্যক্তি গরীব, সে পর্ণ কুটিরে বাস করে, তজ্জন্য কেহ আপত্তি করিতে পারে না। কিন্তু কাহারো বাড়ীতে বাহির হইতে কোন সম্ভ্রান্ত মেহমান আসিলে তাঁহাকে পায়খানায় স্থান দিলে প্রত্যেকেই তাঁহার এই কার্য্যে আপত্তি করিবে। তদ্রূপ আত্মাও বাহির হইতে আসে বলিয়া মনে করিলে আপত্তি উঠিতে পারে, উহাকে খারাপ পাত্রে কেন রাখা হইল, কিন্তু ভিতর হইতেই হয় বলিয়া মানিলে এই আপত্তি উঠিতে পারে না।

প্রত্যেক জাতিই যখন ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া যায় তখন এইরূপ দার্শনিক কুট মতবাদে জড়িত হয়। নতুবা মূলতঃ কোন ধর্ম্মই এরূপ শিক্ষা দেয় নাই। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মানিতে প্রস্তুত নহি যে, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও বুদ্ধের ন্যায় খোদা-প্রাপ্ত মহা-পুরুষগণ এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের সাম্‌নে এক মহা কাজ ছিল—দুনিয়ার সংস্কার সাধন। তাহাদের এসব কথার প্রতি মনোযোগ প্রদানের সুযোগই ছিল কোথায়? দুনিয়ার নৈতিক, মানসিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন তাঁহাদের কাজ ছিল এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও সংস্কার করার ভার তাঁহাদের উপর ন্যাস্ত ছিল। এরূপ মহান দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়া এরূপ বাজে খেয়ালের দিকে মনোনিবেশ করিবার তাহাদের এক মিনিটেরও অবসর ছিল না। নবীদের সময় এরূপ বাজে খেয়ালের উৎপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু পরে উন্নতি লাভ হইয়া গেলে পর ঈদৃশ খেয়ালের উৎপত্তি হয়। তেজস্বী লোকগণ কাহারো যাওয়া পুরাতন পথ পছন্দ করে না, পুরাতন যাওয়া-পথে চলিলে তাহাদিগকে রামচন্দ্র বা কৃষ্ণের শিষ্য বলা হইবে। কিন্তু পাতঞ্জলির যুগ-শাস্ত্রী সাজিলে জ্ঞানের বিকাশের দরুন তাহাদের খ্যাতি হইবে এবং তাহারা লিখক বলিয়া পরিচিত হইবেন। এই মিথ্যা খ্যাতি ও সম্মানের জন্য তাহারা নিজেরাও বিপথে যায় এবং অপরকেও বিপথগামী করে। ইহুদী ধর্ম্মেরও আমরা এই অবস্থাই দেখিতে পাই। হজরত মুসা (আঃ) এক সাদা-সিদে ধর্ম্ম নিয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইহুদীগণ তাহাতে আজীব খেয়াল সৃষ্টি করিয়া দিল। অতঃপর ইছা (আঃ) আসিয়া বলিলেন, মূল ধর্ম্ম তো তাহাই যাহা মুসা (আঃ) নিয়া আসিয়াছিলেন, কেবল সময়ের প্রয়োজনানুসারে বর্ত্তমানে নম্রতার সহিত কাজ করা উচিত এবং আভ্যন্তরীন পবিত্রতার দিকে অধিক মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু আবিষ্কারকগণ ইহাতে পরে কত নব নব মত আবিষ্কার করিয়া দিল। কেহ হজরত ইসাকে (আঃ) খোদা বানাইয়া দিল, কেহ আবার তাঁহাকে খোদার পুত্র সাব্যস্ত করিল। মোসলমানগণকে রসুল করীম (ছাঃ) যে-শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন তদনুযায়ী প্রাথমিক মোসলমানগণ মনে করিতেন যে, দুনিয়ার

সংস্কার সাধন তাহাদের কাজ। তাই তাঁহারা ঈদৃশ বাজে খেয়ালের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, করিবার অবসরই তাঁহাদের ছিল না। আমরাও আজ সেই কাজই (অর্থাৎ জগৎ-সংস্কার) করিতেছি, আমাদের মাথা চুলকাইবারও সময় পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ যদি কোন জাতি দেয়ানতদারী বা সাধুতার সহিত জগৎ-সংস্কারের কাজে লাগিয়া যায় তবে এরূপ বিষয়ের জন্য তাহাদের অবসরই হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী মোসলমানগণ যখন তাহাদের এই কর্ত্তব্য হইতে উদাসীন হইয়া পড়িল তখন তাহারা গ্রীক দর্শনের পুস্তকাদি পড়িতে লাগিল। তাহারা তাহাদের নিজেদের ধারণায় তো জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু আমার মতে তাহারা জঘন্য অজ্ঞতার প্রচার করিয়াছিল। খোদাতা'লার গুণাবলী নিয়া তখন হইতেই তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। খোদাতা'লার বাণী সাময়িক না অনাদি এইরূপ বাজে বিষয় নিয়া তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। অতঃপর হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) আল্লাহতা'লা আবির্ভূত করেন এবং তাঁহা দ্বারা পুনরায় জগতে সেই সরল সোজা ইসলাম প্রচারিত করেন। তিনি আসিয়া পুনরায় বলিলেন, খোদাতা'লার সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে অবশ্য চিন্তা-গবেষণা কর—ইহাতে সাইন্স বা বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে। কিন্তু খোদাতা'লা হইলেন স্রষ্টা, তাঁহাকে চিড়িয়া দেখিতে হইলে অকৃতকার্য্য হইবে; যদি তাঁহাকে দেখিতে চাও তবে তাঁহার এবাদত বা উপাসনা করিয়া তাঁহার 'কুর্‌ব্‌' বা সান্নিধ্য লাভ কর।

আমাদের জমাতের লোকগণ যদি এই বিষয়গুলি উত্তম রূপে উপলব্ধি করিয়া তাহা পালন করে তবে তাহারা পতন হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের জমাতেও কেহ কেহ এরূপ তর্ক করে যে, জড় পদার্থ (matter) অনাদি কি-না। আমি বলি, matter কখন ছিল এবং কিরূপ ছিল তাহা নিয়া তর্ক করিবার তোমাদের আবশ্যক কি। এই প্রশ্নের মীমাংসা দ্বারা না ক্ষেতে বেশী ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, না ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, না শিল্পের উন্নতি হইতে পারে। অতএব এরূপ বাজে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যক কি? এই সকল প্রশ্ন মীমাংসা হইবারও নহে। বিশ্ব সসীম না অসীম এ প্রশ্নের কি কেহ মীমাংসা করিতে পারে? সুতরাং এরূপ বিষয় নিয়া তর্ক করতঃ সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়টি বড়ই সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কোন আহম্মক একথা কখনো বলিবে না যে, যে-পর্য্যন্ত সে ছেলের পেট চিড়িয়া না দেখিবে তাহার দেল কোথায়, কলিজা কোথায় বা গোরদা কোথায়—সে-পর্য্যন্ত সে তাহার ছেলেকে ভালবাসিবে না, তদবস্থায় খোদাতা'লাকে ভালবাসিবার পূর্ব্বে কেন তাঁহাকে চিড়িয়া দেখিতে চাও। তাঁহার মর্য্যাদা ও মহত্ব অতুলনীয়। তাহা উপলব্ধি করিবার তোমাদের ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোথায়? কোন মহিষ যেমন গালেবের (বিখ্যাত কবি) কবিতা বুঝিতে অক্ষম, তাহা অপেক্ষাও অধিক তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা সম্বন্ধে বিস্তারিত অবস্থা বুঝিতে অক্ষম। তোমাদের কেবল এতটুকই বুঝা উচিত যে, খোদাতা'লার সহিত তোমাদের কি সম্বন্ধ, তিনি তোমাদের প্রতি কি-ভাবে সন্তুষ্ট হন, কি ভাবে অসন্তুষ্ট হন। এতটুক বুঝিলেই তোমাদের চলে, বাকী সব কথা তোমাদের জন্য বাজে বিষয়, সে-গুলি নিয়া সময় নষ্ট করা বৃথা।

আমাদের জমাত যদি এরূপ বৃথা বিষয়ের আলোচনা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে তবে তাহারা জগতে এক অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। কিন্তু কে বলিতে পারে যে, ভবিষ্যতে আমাদের জমাতও যখন উন্নতি করিবে তখন ভবিষ্যদ্বংশধরগণ এরূপ বিষয়ের আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিবে এবং জগৎ কখন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং কি ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে এই সব বাজে বিষয়ের তাহারা আলোচনা করিবে না? হে দুর্ভাগাগণ! জগৎ কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল তাহা চিন্তা করিয়া তোমাদের কি লাভ? তোমাদের শুধু এই ভাবা উচিত যে, খোদাতা'লা তোমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, এই জীবন দ্বারা উত্তম কল্যাণ লাভ করা উচিত। বাজে বিষয়ের গবেষণা-কারিগণই পূর্ব্বে মোসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। তাহাদের পথ হইতে বাঁচিয়া থাক। কেবল এরূপ বিষয়ের প্রতিই মনোনিবেশ কর যাহাতে আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক কল্যাণ লাভ হইতে পারে, যাহাতে ধর্ম্মীয় কল্যাণ ছাড়া কৃষি, বানিজ্য এবং শিল্পেও উন্নতি লাভ হয়। ঈদৃশ জরুরী বিষয় নিয়া গবেষণা করিতে কোরান করীম পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছে, কিন্তু বাজে বিষয়ের আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছে।

অতএব আমাদের জমাতের লোকদের বিশেষ করিয়া যুবকদের এই বিষয়টির উপর দৃঢ়পদ হওয়া উচিত এবং বাজে বিষয়ের আলোচনা হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। আমি দেখিয়াছি, আমাদের যুবকগণও কোন আর্য্যসমাজীদের মজলিসে বসিয়া এরূপ বৃথা বিষয়ের আলোচনা শুনিলে নিজেরাও তাহাতে লিপ্ত হইয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও পাগল হইয়া যায়। ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈদৃশ আলোচনা দ্বারা ইহারাও তাহাদের ন্যায়ই খোদা হইতে বহু দূরে সড়িয়া পড়িবে। অতএব এরূপ আলোচনা হইতে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা উচিত।

উত্তম পন্থা উহাই যাহা হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন। যথা. তিনি বলিয়াছেন—খোদাতা'লার ছিফত বা গুণাবলী সম্বন্ধে ধ্যান কর, তিনিই তোমাদিগকে বলিতে পারেন তিনি কেমন করিয়া অসন্তুষ্ট হন এবং কেমন করিয়া সন্তুষ্ট হন। তোমাদের চেষ্টা নিষ্ফল। তোমাদের চেষ্টায় যদি তিনি তোমাদের কাবু বা আয়ত্বাধীন হইয়া যান তবে তিনি খোদা নহেন, তোমাদের দাস হইয়া যান। সুতরাং এই পথই সঠিক পথ, এই পথই দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন কর, বাজে বিষয়ের আলোচনা হইতে নিজেও বাঁচিয়া থাক এবং বিদ্যা দেখাইবার অজ্ঞতা দ্বারা অপরকেও প্রতারিত করিও না, কেননা, যে-ব্যক্তি কোন 'বেদাত' (অর্থাৎ, এরূপ স্বকপোল কল্পিত মতবাদ যাহা কোরান বা হাদীসে নাই) প্রবর্ত্তন করে, তাহার এই 'বেদাত' প্রবর্ত্তনের ফলে ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের হৃদয়ে যে-অশান্তির সৃষ্টি হয়, তাহার সমস্ত পাপ তাহার উপরই বর্ত্তে।

বা-জমাত নামাজ (Prayer in Congregation)

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ]

(১৮ই এপ্রিল তারিখের খোৎবা হইতে)

নামাজ, তার-উপর আবার বা-জমাত নামাজ, আল্লাহ্‌তালার বিশেষ অনুগ্রহাবলীর মধ্যে অন্যতম। খোদাতালা তাঁহার বান্দাগণকে পাঁচ বার তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজেদের প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ দিয়া আপন বান্দাদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন। এই মিলনের স্থান তিনি মসজিদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং যে-ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন বিশেষ মজবুরি বা অসুবিধা ছাড়া নামাজের উদ্দেশে মসজিদে উপস্থিত হয় না সে যেন খোদার সমীপেই উপস্থিত হয় না। খোদা কোন শরীরী বস্তু তো নহেন যে, তোমরা যখন ইচ্ছা তখনি তাঁহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তো সর্ব্বদাই আপন গুণাবলীর বিকাশ দ্বারাই দর্শন দেন। অবশ্য তিনি তাঁহার কুদ্‌রত বা শক্তির বিকাশের দিক দিয়া সর্ব্বত্রই আছেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা আমাদের কোন কাজে আসিবে না যে-পর্য্যন্ত-না, আমরা সেই স্থানে যাই যে-স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ যে-স্থান সম্বন্ধে খোদাতালা স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি তথায় স্বীয় 'জেল্‌ওয়া' বা জ্যোতিঃ বিকাশ করিবেন, সে-স্থানে না যাওয়া পর্য্যন্ত মানুষ খোদাতালার 'জেল্‌ওয়া' দেখিতে পারে না। কারণ খোদাতালাই বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জ্যোতিঃ মসজিদে 'ফরজ' (অবশ্য পাঠ্য) নামাজের সময় বিকাশ করেন। খোদাতা'লা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই কথা বলার তাৎপর্য্য এইরূপ,—যেমন কোন বাদশাহ্‌ বলিয়া দিলেন, "সব লোক অমুক স্থানে সমবেত হউক, আমি সেখানে উপস্থিত হইব।" এখন যদি কোন ব্যক্তি সেখানে না যাইয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং আশা করে যে, বাদশাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করিবে, তবে তাহার ন্যায় আহমক আর নাই। সেইরূপ খোদাতা'লা যখন বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি রুগ্ন এবং অন্য কোন সঙ্গত কারণে অক্ষম ব্যক্তিগণ ছাড়া অপর সকলকে মসজিদে প্রাতঃকালীন নামাজের সময় বা দ্বিপ্রহরের নামাজের সময়, বা বিকালবেলার নামাজের সময়, বা রাত্রিকালীন নামাজের সময় আপন 'জেল্‌ওয়া' বা জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবেন এরূপ অবস্থায় যে-ব্যক্তি উপরুক্ত পাঁচ বেলার নামাজের সময় কোন অসুস্থতা বা অন্য কোন মজ্‌বুরী (অসুবিধা বা অক্ষমতা) ছাড়াও এই আশা পোষণ করিবে যে, খোদাতা'লা তাহার ঘরেই আসিয়া 'জেল্‌ওয়া' দেখাইবেন তবে সে-ব্যক্তি খোদাতা'লার জেল্‌ওয়া' দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব রুগ্নাবস্থা বা মজবুরি ছাড়া প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে, বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে তোমরা যে-সকল নামাজ নিজ গৃহে পড়িয়াছ তাহা বৃথা গিয়াছে। যদি তোমরা পাঁচ বেলার নামাজই নিজ গৃহে পড়িয়া থাক তবে পাঁচ বেলাই তোমরা খোদার দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিলে। খোদার দর্শন লাভই যখন নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য এবং এই দর্শন-লাভ হইতেই যখন তোমরা বঞ্চিত রহিলে, এরূপাবস্থায় তোমরা গৃহে নামাজ পড়িয়া বৃথা আপন সময় নষ্ট করিলে। এই দশ পনর মিনিট যদি তোমরা সাংসারিক কোন কাজে ব্যয় করিতে তবুও হয়-তো কোন ফায়দা বা উপকার লাভ করিতে। কিন্তু এই নামাজ দ্বারা তোমাদের কোনই উপকার হইল না।

অতএব যদি নামাজ পড়িতে হয় এবং নামাজ দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে হয় তবে নামাজ খোদাতা'লার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী পড়িতে হইবে।

কোন কোন ব্যক্তি বলে যে, অমুক ইমাম, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী বা কাজীর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে, তাই আমি নামাজে শামেল হইতে পারি না। নামাজের উদ্দেশ্য হইল খোদাতা'লার দর্শন লাভ। এমতাবস্থায় লোক কেমন করিয়া বলে যে, অমুক ইমাম, সেক্রটারী বা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ঝগড়া আছে বলিয়া সে নামাজে শামেল হইতে পারে না, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এরূপ লোককে কি খোদাতা'লা কেয়ামতের (বিচারের) দিন বলিবেন না যে, "এখন আমার জান্নাতে (স্বর্গে) কাজী, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী বা ইমামগণ প্রবেশ করিতেছে এবং যে-খানে তাহারা থাকে সেখানে তুমি আসিতে পার না, অতএব তুমি জান্নাতে প্রবেশ করিও না, বরং দুজখে (নরকে) চলিয়া যাও। আমি যখন অমুক মসজিদে প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে তোমাকে দর্শন দিবার জন্য গিয়াছিলাম তখন তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করিতে আস নাই, কেবল এই জন্য যে, উক্ত মসজিদে অমুক প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, কাজী বা ইমাম নামাজ পড়িতে আসে। এখন সেই সকল প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, কাজী, ইমাম বা খোদ্দামুল-আহমদীয়ার কর্ম্মী আমার জান্নাতে প্রবেশ করিতেছে, এরূপাবস্থায় তোমাদিগকে কেমন করিয়া জান্নাতে লইয়া যাই এবং ঐ সকল লোকের মজলিসে তোমাকে শরীক করিয়া তোমর হৃদয়ে ব্যথা দেই, যাহাদের বিদ্যমানতায় তুমি আমার সহিত মোলাকাত বা সাক্ষাৎ করিবার জন্যও মসজিদে যাও নাই। এখন তোমাকে দুজখে লইয়া যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই, সেখানে সেই সকল লোককে দেখিতে গারিবে না। তোমরা কি ইহা পছন্দ করিবে?"

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মহা অনুগ্রহে হজরত মোহাম্মদকে (ছাঃ) শেষ শরীয়ত ধারী নবী রূপে পূর্ণ শাস্ত্র, পূর্ণ শিক্ষা ও পূর্ণ বিধান দিয়া পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্যে দুনিয়াতে মসজিদ বা উপাসনাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই মুখে এই ঘোষণা করিয়াছেন—"মসজিদী আখেরাল-মাসাজিদ"—অর্থাৎ "আমার মসজিদ শেষ মসজিদ, অতঃপর আর কোন মসজিদ ইহার মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠীত হইতে পারে না। এই মসজিদ

(অর্থাৎ উপাসনা-পদ্ধতি) হজরত ইসার (আঃ) প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে (উপাসনা-পদ্ধতিকে) রহিত করিয়া দিয়াছে। তদ্রূপ ইহা হজরত মুসা (আঃ), হজরত শ্রীকৃষ্ণ (আঃ), হজরত রাম-চন্দ্র (আঃ) ও হজরত জুরুষ্ট্রারের (আঃ) মসজিদকে এক কথায় পূর্ব্বাপর সকল মসজিদকে রহিত করিয়া দিয়াছে। এখন কেবল হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) মসজিদই কায়েম থাকিবে। এক বার ভাবিয়া দেখ, তোমরা তো হজরত কৃষ্ণ (আঃ), রাম-চন্দ্র (আঃ), আদম (আঃ), নূহ (আঃ), মুসা (আঃ) এবং ইসা (আঃ) হইতে খোদাতালার অধিকতর প্রিয় নহ যে, খোদাতা'লা তাঁহাদের মসজিদকে রহিত করিলেও তোমার ঘরের বানানো মসজিদকে গ্রহণ করিবেন। খোদাতালা তো স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি শুধু মোহাম্মদী (ছাঃ) মসজিদকেই কবুল করিবেন। কিন্তু তোমরা বল যে, এই কথা আদম (আঃ), নূহ (আঃ) এবং অন্যান্য নবীদের (আঃ) বেলায়ই প্রয়োজ্য, কিন্তু তোমাদের বেলায় নয়। হজরত আদম (আঃ), নূহ (আঃ) ইত্যাদি নবীদের মস্‌জিদ মন্‌সুখ বা রহিত হইলেও হজরত মোহাম্মদ ছাঃ-এর মসজিদের মোকাবেলায় খোদাতা'লা তোমাদের মসজিদ নিশ্চয়ই কবুল করিবেন। অন্য কথায়, তোমরা যেন বলিতে চাও যে, আদম, নূহ এবং অন্যান্য নবীগণের কোন মর্য্যাদাই ছিল না, তাঁহারা সাধারণ স্তরের মানুষ ছিলেন, তাই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ খোদাতা'লা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। কিন্তু তোমরা এত উচ্চ স্তরের লোক যে তোমাদের মসজিদ কখনো মন্‌সুখ হইতে পারে না। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমাদের এইরূপ ধারণা করা কি ঠিক, এবং এই ধারণা কি তোমরা খোদাতা'লার সমীপে পেশ করিতে পার?

পুনরায় ভাবিয়া দেখ, কেয়ামতের দিন যখন মোহাম্মদ (ছাঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন— আমি তো মসজিদ এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া ছিলাম যেন মোসলমানগণ একত্র সমবেত হইতে পারে, তাহাদের মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়া যায় এবং কোন সময় ঝগড়া-ঝাটি হইয়া পড়িলেও আমার হাতে আমার নামে দিনে-রাতে পাঁচবার সম্মিলিত হয়। তবু তোমরা মসজিদে আস নাই কেন?" তখন কি তোমরা বলিতে পারিবে যে, "হে মোহাম্মদ (ছাঃ)! অবশ্য আপনি আমাদের নিকট প্রিয়, কিন্তু তবু এত অধিক প্রিয় নহেন যে অমুক দুশ্‌মনের মোকাবেলায় আপনার প্রীতিকে অগ্রগণ্য করিতে পারি। অমুক ব্যক্তির প্রতি আমাদের হৃদয়ে এত দ্বেষ ছিল যে, সেই দ্বেষের কারণে আমরা আপনার ভালবাসা ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং মসজিদে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম।"

এখন ভাবিয়া দেখ, এরূপ উত্তর শুনিয়া কি হজরত রসুল করীম (ছাঃ) তোমাদিগকে হাউজে-কাউসার বা অমৃতাধারে লইয়া যাইবেন এবং তোমাদের জন্য 'শাফাত' (intercession) করিবেন? তোমরা কি তখন বলিতে পারিবে যে, আমাদের নিকট অমুক আবদুর রাহমান বা অমুক ফজলে এলাহীর হিংসা আপনার ভালবাসা হইতে অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল, তাই আমরা আপনার ভালবাসাকে বর্জ্জন করিয়া অমুকের হিংসাকেই অবলম্বন করিয়াছি এরূপ উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তোমরা হাউজে-কাউসারে লইয়া যাওয়ার ও শাফাত করিবার-ও দাবী করিতে পারিবে? তখন তো হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলিয়া দিবেন, 'যাও, যাহাদের হিংসা বা প্রীতির খাতিরে তোমরা আমার ভালবাসাকে ত্যাগ করিয়াছিলে তাহাদের নিকটই তোমাদের হিম্মা চাও। আমার ভালবাসা তো তোমাদের হৃদয়ে এতটুকুই ছিল যে, কোন আবদুর রাহমান, বা ফজলে এলাহী বা রশীদ আহমদের সঙ্গে তোমাদের ঝগড়া হইল, আর আমার কথা ভুলিয়া গেলে, আমার আদেশ অমান্য করিলে— মসজিদে আসা ছাড়িয়া দিলে। অতএব এখন তোমরা আমা হইতে আর কি আশা করিতে পার?" এখন একবার ভাবিয়া দেখ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো-আলায়হে-ওয়াসাল্লামের এই কথায় তোমরা কি জওয়াব দিবে এবং কেমন করিয়া তোমরা আল্লাহ্-তা'লার সমীপে দায়িত্ব-মুক্ত হইতে পারিবে?

আমি এই সমস্ত কথা তোমাদিগকে এত অধিক বার এবং এত বিস্তৃতির সহিত শুনাইয়াছি যে, আমি যদি এই সকল কথা কোন পাথরকে বলিতাম তবে উহা বিগলিত হইয়া যাইত, যদি কোন সমুদ্রকে বলিতাম তবে উহা কাঁপিয়া উঠিত এবং যদি কোন মরুভূমিকে বলিতাম তবে উহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যে, তাহাদের হৃদয়ে আমার এই কথাগুলির কোন আছর বা প্রভাব হয় না। আমি তো তোমাদিগকে আমার নিজের কোন কথা শুনাইতেছি না, বরং খোদার কথাই শুনাইতেছি। তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করার আমার কোন আগ্রহ নাই। আমি যাহা কিছু বলি তোমাদের মঙ্গল এবং হিতের জন্য বলি। দুনিয়াতে মসজিদ আমি প্রস্তুত করি নাই। দুনিয়াতে নামাজের আদেশ আমি জারি করি নাই। এই সমুদয় আদেশই খোদা এবং তাঁহার রসুলের। এই সমস্ত কথার বদলে আমি তোমাদের নিকট হইতে কোন ফিস আদায় করি না যে, তোমরা বলিতে পার যে, আমাদিগকে এই সমস্ত কথা বলিয়া তিনি নিজে উপকৃত হন। আমি শুধু তোমাদের মঙ্গল ও হিতের জন্যই বলিয়া থাকি, কিন্তু তোমরা মনে কর যে, এই সকল কথা বলিয়া, না জানি আমি কি ফায়দা লাভ করিতেছি। তোমাদের নিকট কোন পরশ পাথর নাই এবং আমিও কোন পিত্তলের তখ্‌তি বানাইয়া মসজিদে রাখি নাই যে, তাহা তোমাদের পদ-স্পর্শে সোণা হইয়া যাইবে এবং তাহা আমি নিজের জন্য ব্যবহার করিব। তোমরা খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লও যে, মসজিদে কোন পিত্তলের তখ্‌তি নাই। এ কথা তোমরা মনেও স্থান দিও না যে আমি তোমাদিগকে মসজিদে একত্র হইয়া নমাজ পড়িতে এই জন্য বলিতেছি যে তোমাদের পদস্পর্শে পিত্তলের তখ্‌তি খানা সোণার হইয়া যাইবে এবং আমি তাহা নিজের ব্যবহারের জন্য লইয়া আসিব। বরং এ কথা সত্য যে, যে-ব্যক্তি মসজিদে নমাজ পড়িতে না যায় তাহার পা যদি সোণার উপরও পড়ে তবে তাহাও লোহায় পরিণত হইবে।

বস্তুতঃ আমি যাহা কিছু বলি তোমাদেরই হিতের জন্য বলিয়া থাকি, যেন তোমরা মৃত্যু লাভ করিলে পর খোদাতা'লা তোমাদিগকে এই বলিয়া না দেন যে, তাহাদিগকে আমার নিকট হইতে সড়াইয়া ফেল, তাহাদের স্থান স্বর্গ নহে বরং নরক। তোমাদের স্বর্গে বা নরকে যাওয়ায় আমার নিজের কোন লাভ-ক্ষতি

নাই। আমি তো কেবল তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই বলিতেছি যে, নিজেদের আমল বা ব্যবহারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি কর এবং খোদাতা'লার আদেশাবলীকে অবহেলা করিও না। কত কাল পর্য্যন্ত তোমরা পরস্পরের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত থাকিবে, কত কাল তোমরা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে নিজ আত্মার ক্ষতি সাধন করিবে? কখন তোমরা বুঝিবে যে, আমি যাহা কিছু বলিতেছি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি, আমার নিজের জন্য নয়। মানুষের যদি খোদা ও রসুলের (ছাঃ) উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তবে একবারের উপদেশই তাহার জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক আছে যে, তাহাদিগকে প্রত্যহ খোদাতালার আদেশ শুনান হইতেছে, কিন্তু তবু তাহারা তৎ-প্রতি অবহেলাই করিতেছে।

অতএব 'তৌবা' (অনুতপ্ত হইয়া খোদার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন) কর এবং শৈথিল্য বশতঃ যদি বা-জমাত নামাজ ছাড়িয়া থাক তবে নিজে শৈথিল্য ত্যাগ কর এবং 'বেদ্বীনী' (ধর্ম্ম-পরায়ণতার অভাব) বশতঃ যদি বা-জমাত নামাজ ছাড়িয়া থাক তবে এস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর যেন খোদাতালা তোমাদিগকে সেই বে-দ্বীনী হইতে মুক্তি দেন। মসজিদের প্রতি তোমাদের এতটুকু অনুরাগ ও ভালবাসা থাকা উচিত যে, কোন ব্যক্তি যদি জুতা দ্বারা আঘাত করিয়াও তোমাদিগকে তথা হইতে বাহির করিতে চায় তবু তোমাদের বাহির হওয়া উচিত নহে, এবং কোন কাজী, ইমাম, প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী যদি তোমাদিগকে মসজিদ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চায় তবে তোমাদের তাহার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া বলা উচিত যে, আমি সকল অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু খোদার ওয়াস্তে আমাকে মসজিদ হইতে বাহির করিও না। মসজিদের সহিত যদি তোমাদের এই রূপ ভালবাসা জন্মে এবং মসজিদের জন্য তোমরা সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে প্রস্তুত থাক তবেই খোদাতা'লা বিচারের দিন তোমাদিগকে জান্নাত বা স্বর্গে দাখেল করিবেন এবং সেই কাজী বা সেক্রেটারীকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি কাহারো সহিত ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় সে শত্রুর জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় কিন্তু নিজের জন্য বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার শত্রু দুই দিক দিয়াই লাভবান হইল। সে এই পৃথিবতেও তাহাকে কষ্ট দিল এবং পরকালে জান্নাত লাভ করিল। কিন্তু এই ব্যক্তি এই দুনিয়াতেও মসজিদ হইতে বাহিরে রহিল এবং পরকালেও জান্নাত হইতে বাহিরে রহিল।

অতএব 'তৌবা' কর এবং নিজের এছলাহ (সংশোধন) কর এবং আজ হইতেই এই সিদ্ধান্ত করিয়া লও যে, তোমরা মসজিদে আসিতে কিছুতেই বিরত থাকিবে না। তোমার দুশ্‌মন যদি সেই মসজিদে নামাজ পড়িতে আসে তবে খোদার নিকট তোমার নিজের নেকী (পুণ্য) তাহার নেকী হইতে অধিক করিবার জন্য সে একবার মসজিদে আসিলে তুমি দুইবার আস। সে যদি পাঁচ নামাজই মসজিদে পড়ে তবে তুমি তাহাজ্জদের নামাজও মসজিদে পড়, যেন খোদার নিকট তোমার মর্য্যাদা তাহার চেয়ে অধিক হয়, যেন তুমি অধিক খোদার অনুগ্রহ ভাজন হও। পক্ষান্তরে যদি তোমার শত্রু মসজিদে আসিতে থাকে এবং তুমি মসজিদে আসা ছাড়িয়া দাও তবে ইহা নিজ হাতে নিজ নাক কাটিয়া দেওয়ার মত হইবে। কারণ এইরূপে সে তোমাকে এই দুনিয়াতেও কষ্ট দিল এবং পরকালেও জান্নাতে নিজের স্থান করিয়া লইল।

বাৎসরিক রিপোর্ট

"আহ্‌মদী" পত্রিকার বিগত সংখ্যায়ও বাৎসরিক রিপোর্ট সম্বন্ধে জমাতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবদের নামে চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু এখনো অনেক জমাতের পক্ষ হইতে রিপোর্ট পৌছে নাই। অত্র নোটীস দ্বারা জমাতের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি বন্ধুগণ, এবিষয়ে যত্নবান হইবেন এবং 'আহ্‌মদীতে' প্রকাশিত চিঠি অনুযায়ী রিপোর্ট তৈয়ার করিয়া অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ, ঢাকা।

'আহমদী' পত্রিকার ভিঃ পিঃ ফেরত দাতাগণের প্রতি :—

সম্প্রতি কতিপয় ভিঃ, পি, ফেরত আসিয়াছে। কোন কোনটির উপর Not claimed বলিয়া ফেরত আসিয়াছে অর্থাৎ এইরূপ গ্রাহকগণ সময় মত ডিঃ, পিঃ, রাখিতে পারেন নাই বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে। অতএব আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪১ ইং, পর্য্যন্ত যদি তাহারা পত্রিকা রাখিবেন বলিয়া স্বীকৃতি জানান এবং কবে পর্য্যন্ত তাহাদের দেয় চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া জানান তবে তাহাদের নামে পত্রিকা জারী থাকিবে অন্যথায় আমাদের পূর্ব্ব চিঠি ও নোটীশ অনুযায়ী আমরা তাহাদের নামেও পত্রিকা বন্ধ করিতে বাধ্য হইব।

ম্যানেজার—'আহ্‌মদী' কার্য্যালয়।

বেদে "আহমদ" শব্দ *

[মৌলবী নাছের উদ্দীন আবদুল্লা—প্রফেসার জামেয়া-আহমদীয়া (এরাবিক কলেজ), কাদিয়ান]

বৈদিক ধর্ম্মের authoritative গ্রন্থ এবং বেদের বিভিন্ন এডিসন দর্শনে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বেদে বহু প্রক্ষেপ (interpolation) করা হইয়াছে, এবং এরূপ একটি অধ্যায়ও নাই যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উহাতে কোন প্রক্ষেপ করা হয় নাই। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও **ঋক্ বেদ, সাম বেদ ও অথর্ব্ব বেদে 'আহমদ' শব্দ বিদ্যমান আছে।** অথর্ব্ব বেদে ইহার পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলিও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সাম বেদ ও ঋগ বেদে উক্ত পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। এই **"আহমদ"** শব্দ কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম কি-না, এ প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন সনাতন ধর্ম্মতো পরিস্কার বলিয়া দেয় যে, ইহা এক ঋষির নাম। কিন্তু আর্য্যসমাজিগণ ইহাকে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়া স্বীকার করেন না এবং তাহাদের এই মতের সপক্ষে তাহারা নিম্ন-লিখিত তিনটি প্রমাণ পেশ করেন—

(১) স্বামী দয়ানন্দজী লিখিয়া গিয়াছেন যে, বেদে কোন মানুষের নামই নাই।

(২) এই আহমদ' শব্দ 'অহম' ও 'এত' হইতে উৎপন্ন একটি যুক্ত শব্দ (Compound word)।

(৩) এই শব্দের পূর্ব্বে 'অহম' শব্দ আছে এবং পরেও 'অহম' শব্দ রহিয়াছে, যাহার অর্থ—'আমি'। অতএব আপনারা যাহাকে 'আহমদ' বলেন উহা প্রকৃত পক্ষে 'অহম' ও 'এত' শব্দের সমষ্টি।

বিগত মার্চ্চ, ১৯৪০ তারিখে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত এক মোনাজারা বা তর্ক সভায় আর্য্য-সমাজের মোনাজের বা debator-এর মৌখিক ও লিখিত কথা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট এই তিনটি দলীল ছাড়া আর কোন দলীল নাই। আজ আমি খোদাতা'লার অনুগ্রহে সর্ব্ব-প্রথম এই 'আহমদ' শব্দের তত্ত্ব অতি শক্তিশালী দলীল দ্বারা উদ্ঘাটিত করিতেছি এবং পাঠকবর্গকে জানাইয়া দিতেছি যে, আর্য্যসমাজীদের এই তিনটি মন-গড়া প্রমাণ সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিরুদ্ধ। বেদের বিশেষজ্ঞগণ উত্তম অবগত আছেন যে, বেদে যে-খানেই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উহার উত্তরও অবশ্য প্রদান করা হইয়াছে। বেদের বহু স্থানে এ-কথার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—যজুর্বেদের ২৩ অধ্যায়ে এই প্রশ্ন আছে—(১) কে একাকী চলে? (২) কে পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করে? (৩) শীতের ঔষধ কি? (৪) বীজ বপন করিবার উত্তম জায়গা কোন্‌টি? সূর্য্যের সমান উজ্জল বস্তু কি? (৬) সমুদ্রের সমান কোন্ পুষ্করণী? (৭) পৃথিবী হইতে বৃহত্তর কে? (৮) কোন্ বস্তু কল্পনাতীত? এই আটটি প্রশ্ন আছে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সবগুলি প্রশ্নেরই উত্তরও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মোট-কথা বেদের যে-খানেই কোন প্রশ্ন আছে সে-খানেই উহার উত্তর-ও বিদ্যমান আছে। বেদ সাধারণ সাধারণ প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়া ছাড়ে নাই। ঠিক এই ভাবেই অথর্ব্ব বেদের সর্ব্বশেষ খণ্ডের ৫০ম শ্লোকে এই প্রশ্ন আছে—

"আত্মা-সমূহকে প্রেরণা দানকারী তিনি কোন্ নব ঋষি হইবেন, যিনি সত্যের গুণ-গান করিবেন?" এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদানের পূর্ব্বে ইহাকে আরো প্রবল করিবার জন্য ৫১ম শ্লোকে আরো বলা হইয়াছে—"তিনি কে, যিনি নিজ শক্তিশালী বাণী দ্বারা শত শত সৈন্য দলের ন্যায় বিজয় লাভ করিবেন", "যিনি যথা-সময়ে আবির্ভূত হইয়া অবিনশ্বর ধন প্রদান করিবেন", "যাঁহার প্রতিনিধিত্ব কোন বিরুদ্ধাচারী বিনষ্ট করিতে পারিবে না" (অর্থাৎ তিনি অপর কোন ঋষির প্রতিনিধি হইবেন এবং শত্রুগণ তাঁহার এই প্রতিনিধিত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না), "যিনি কেবল নিজ বাক্য দ্বারা নিজ অপবিত্র শত্রুগণকে বিনাশ করিবেন", "যাঁহার শত্রুগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় অত্যাচারী হইবে, **যাঁহার বাহাদুরী প্রদর্শনের লীলাভূমি 'কতুনে' প্রস্তুত করা হইয়াছে"?** এইরূপ আরো অনেক লক্ষণ এই ঋষির সম্বন্ধে পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যাঁহার সম্বন্ধে ৫১ম শ্লোকে প্রশ্ন করা হইয়াছে—"তিনি কোন্ নব ঋষি হইবেন"।

এই রূপে লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর ১১৫ নং শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ বলা হইয়াছে.....অর্থাৎ 'আহমদ ই স্বীয় আধ্যাত্মিক পিতার (অর্থাৎ মোহাম্মদ ছাঃ-এর) সত্যতাকে সুদৃঢ়তা ও পূর্ণতার সহিত অবলম্বন করিবেন।"

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রশ্নোত্তর ও লক্ষণাদি বিশৃঙ্খল ভাবে বর্ণিত হয় নাই, বরং পূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রশ্ন করা হইয়াছে—'তিনি কে হইবেন যাঁহার এই এই লক্ষণ হইবে?" বিস্তৃত ভাবে লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর অবশেষে "আহমদ" শব্দের উল্লেখ করিয়া এই প্রশ্নোত্তরের ধারা শেষ করা হইয়াছে। এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, এস্থলে 'আহমদ' শব্দটি ব্যক্তি-বিশেষেরই নাম। এই শব্দটিকে যদি ব্যক্তি-বাচ্য বিশেষ্য বা ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া স্বীকার করা না হয় তবে উপরুক্ত প্রশ্নের জওয়াব সারা বেদ খুজিয়া আর কোথাও পাওয়া যায় না, অর্থাৎ আর কোন নাম নাই যদ্দারা এই প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উহার জওয়াব না দেওয়া স্পষ্টতঃ বেদের নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই শব্দটিকে Proper Noun বা ব্যক্তি-বিশেষের নামই মানিতে হইবে এবং নিশ্চয়ই ইহা ব্যক্তি বিশেষেরই নাম।

* * * *

* ২৬শে এপ্রিলের 'আল্‌ফজল' হইতে।

বস্তুতঃ 'আহমদ' সেই মহর্ষির নাম যিনি বেদ ও উপনিষদের বর্ণিত সমস্ত লক্ষণানুসারে 'কদন' অর্থাৎ কাদিয়ানে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আমি অর্য্যসমাজীদের মন-গড়া দলীলগুলির জওয়াব দিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

(১) স্বামী দয়ানন্দজীর এই লিখিয়া যাওয়া যে—'বেদে কোন নাম নাই'—কোন ন্যায়বান ব্যক্তির নিকট চূড়ান্ত দলীল রূপে গৃহীত হইতে পারে না। কেননা, বেদে অনেক রাজা, ঋষি ও গঙ্গানদী ইত্যাদির নাম বিদ্যমান আছে। স্বামীজি যদি এই লিখিয়া দেন যে, "আগুন খাইলে পিপাসা নিবারণ হয়"—তবে কেবল স্বামীজি লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া কি একথাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হইবে? স্বামীজি তো লিখিয়াছেন যে, "সৃষ্টির প্রারম্ভে বাতাস, সূর্য্য এবং অগ্নি মানুষের ন্যায় অর্থাৎ মানবাকৃতি-বিশিষ্ট ছিল'। এখন বলুন, কে একথায় বিশ্বাস করিবে?

(২) দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে, 'আহমদ' শব্দটি 'অহম' ও 'এত' এর যুক্ত শব্দ (Compound word) এবং 'অহম' ও 'এত' এই উভয়ই অর্থবোধক শব্দ। কাজেই 'আহমদ' ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য নহে। এই আপত্তিও অজ্ঞতা ও সংস্কার-জনিত। সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষারই এই নিয়ম নাই যে, দুইটি অর্থ-বোধক শব্দ দ্বারা গঠিত কোন যুক্ত বা Compound শব্দ ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য হইতে পারে না। বরং অধিকাংশ ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যই যুগল শব্দ এবং অর্থ-বোধক হইয়া থাকে। যথা—'দয়ানন্দ' একটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য এবং এই শব্দটি 'দয়া' ও 'আনন্দ' এই শব্দ-দ্বয় দ্বারা গঠিত। 'দয়ানন্দ' শব্দটি যদি অর্থ-বোধক এবং যুগল হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিবাচক হইতে পারে তবে 'আহমদ' শব্দটি ব্যক্তিবাচক না হইবার কি হেতু আছে? আমি এরূপ লোকদিগকে চেলেঞ্জ দিয়া বলিতেছি যে, তাহারা সংস্কৃত ভাষা হইতে এরূপ কোন নিয়ম পেশ করুন যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অর্থ-বোধক শব্দ ব্যক্তি-বাচক হইতে পারে না।

(৩) তৃতীয়তঃ একথা বলা যে, 'আহমদ' শব্দের পূর্ব্বে ও পরে 'অহম' শব্দ আছে, কাজেই উহা ব্যক্তি-বাচক হইতে পারে না, ইহা একটি মন-গড়া প্রমাণ। এরূপ কোন নিয়ম,না সংস্কৃত ভাষায়, না অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় যে, কোন নামের পূর্ব্বে বা পরে সেই নামের অনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইলে উহা আর নাম থাকিতে পারে না। নাম বা ব্যক্তি-বাচক বিশেষ্য উহার অর্থ বা আগে-পিছের অনুরূপ শব্দ দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না, বরং কেবল পূর্ব্বাপরের বর্ণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কোন শব্দ যদি পূর্ব্বাপরের বর্ণনা দ্বারা বক্তিবাচক বিশেষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে সেই শব্দের হাজার অর্থ থাকিলেও, বা উহার আগে-পিছে তদনুরূপ বিশ পাঁচটি শব্দ থাকিলেও উহা বিশেষ্যই হইবে। আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরো পরিষ্কার করিতেছি।

দয়া করিলে আনন্দ লাভ হয়। হে দয়ানন্দ, তুমিও দয়া কর, যেন তোমারও আনন্দ লাভ হয়। এই বাক্যে 'দয়ানন্দ' শব্দটি ব্যক্তি-বাচক, অথচ ইহা স্বয়ং অর্থ-বোধক এবং অর্থবোধক শব্দের দ্বারা গঠিত এবং ইহার আগে-পিছে ইহার অনুরূপ শব্দ 'দয়া' ও 'আনন্দ' বিদ্যমান আছে। এখন কোন বুদ্ধিমান বক্তি কি এই বাক্যের 'দয়ানন্দ' শব্দটিকে ব্যক্তি-বাচক বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন শুধু এই কারণে যে, ইহার আগে-পিছে ইহার অনুরূপ শব্দ বিদ্যমান আছে?

সার কথা এই যে, আজ পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজিগণ 'আহমদ' শব্দটি ব্যক্তি-বাচক না বলিয়া যত দলিল দিয়াছেন তত সমুদয়ই এত দুর্ব্বল যে, ঐগুলিকে কোন ন্যায়বান ব্যক্তি দলিল নামে অভিহিত করিতে পারেন না।

জগৎ আমাদের

তবলীগ-দিবস

ঢাকা—খোদাতা'লার ফজলে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনিত অশান্তি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় আহমদীগণ ৮ই জুন তবলীগ দিবসে গয়ের-আহমদী ভ্রাতাগণের মধ্যে প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত তবলীগ দিবস উপলক্ষে "তবলীগ-ডে উপহার" নামক একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধুগণ সেই পুস্তিকা খানা বিতরণ করিয়া এবং নিজ নিজ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন।

বগুড়া—উক্ত তবলীগ-দিবস উপলক্ষে খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, রিটায়ার্ড হেড্‌মাষ্টার, জিলা স্কুল, বগুড়া এড্‌ওয়ার্ড হলে এক সভার অনুষ্ঠান করিয়া এক সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতঃ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আহমদীয়তের পয়গাম পৌঁছান। শ্রোতৃমণ্ডলী অতি মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। শ্রোতাগণ সকলই অতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা ইহা মোবারক করুন।

পটুয়াখালীর সংবাদ

পটুয়াখালী আঞ্জোমনে আহমদীয়ার সেক্রেটারী ডাক্তার তোফায়েল আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত ২৫ শে মে রবিবার তাঁহাদের দেশে যে-বন্যা হইয়াছে তাহাতে অনেক গ্রামের ঘর-বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে এবং প্রতি গ্রামেই দুই এক জন করিয়া লোকও মারা গিয়াছে। ভোলা মহকুমায় বন্যা খুব প্রবল আকারে হইয়াছে। সেখানে তিন চারিটি গ্রামের লোক ও ঘর-বাড়ী এমন ভাবে ধ্বংস হইয়াছে যে, সে-সব গ্রামে লোকজনের বসতি ছিল বলিয়াই মনে হয় না। সহস্রাধিক লোক বিনষ্ট হইয়াছে। তবে খোদাতা'লার ফজলে সেখানকার

আহমদী ভাইদের কাহারো কোন ক্ষতি হয় নাই। সকলই খোদার অনুগ্রহে ছালামত বা নিরাপদ আছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের ছালামতি বা নিরাপত্তার জন্য দোয়া করিবেন।

মুর্শিদাবাদে তবলীগ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ বা প্রচারক মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গাঁতলা গ্রামে ১৫ ই মে হইতে ২৩ শে মে পর্য্যন্ত ৯ দিবস থাকিয়া তবলীগ বা প্রচার-কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার যাওয়ার পর তথায় দুইটি তবলীগী সভা হইয়াছে—একটি হিন্দু পাড়ায়, আর একটি মোসলমান পাড়ায়। এতদ্ব্যতীত তিনি স্থানীয় উৎসাহী আহমদী যুবক সামসুদ্দিন সাহেবকে নিয়া গাঁতলার আশে-পাশে চারি পাঁচটি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। রতনপুর গ্রামে একটি ওয়াজের মজলীস হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যোগদান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার তবলীগের ফলে খোদাতা'লার ফজলে তথায় কতিপয় ব্যক্তি আহমদীয়ত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহার কার্য্যে সুফল প্রদান করেন।

কাদিয়ানের নুছরত গার্লস হাই স্কুলের মিড্ল্ ও মেট্রিক পরীক্ষার গৌরবজনক ফল

খোদাতা'লার ফজলে এ-বৎসর কাদিয়ান নুছরত গার্লস হাই স্কুলের মিড্ল ও মেট্রিক উভয় পরীক্ষার ফল অতি শানদার বা গৌরবজনক হইয়াছে। মিড্ল ডিপার্টমেণ্টে ২৬টি বালিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র তিন জন ফেল হইয়াছে। পাস-করা বালিকাদের প্রাপ্ত নম্বর-ও অতি উচ্চ স্তরের হইয়াছে। একটি বালিকা সমস্ত পাঞ্জাব প্রদেশে সেকেণ্ড এবং লাহোর সার্কেলে ফাষ্ট হইয়াছে। অপর তিনটি বালিকা গুরুদাসপুর জিলায় ক্রমান্বয়ে ফাষ্ট, সেকেণ্ড ও থার্ড হইয়াছে। পাচটি বালিকা ৬০০ এর উপর নম্বর পাইয়াছে।

মেট্রিক পরীক্ষার ফল মিডল হইতেও উত্তম হইয়াছে। আট জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল, আট জনই কৃতকার্য্য হইয়াছে। পাঁচ জন ফাষ্ট ডিভিসনে এবং তিন জন সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস হইয়াছে। তাহাদের প্রাপ্ত নম্বর গড়ে ৫১৪ হইয়াছে, অর্থাৎ ফাষ্ট ডিভিসনের নম্বর হইতে আরো চারি নম্বর বেশী হইয়াছে। সমস্ত পাঞ্জাব প্রদেশে কম বালিকা বিদ্যালয়ই এরূপ ফল করিতে পারিয়াছে। আল্হাম্দু লিল্লা!

লণ্ডনের ব্যারিষ্টারী শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ বিধ্বস্ত, বহুমূল্য প্রাচীন আইনগ্রন্থ ভস্মীভূত

লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সৌধ এবং আইন অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থল, টেম্পলবার, গ্রেজ ইন এবং সার্জ্জেণ্টস্ ইন সম্প্রতি জার্ম্মান বিমান আক্রমণে গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। টেম্পল-বারের প্রায় অর্দ্ধেকই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রেজ ইনের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই বলিলেই চলে এবং সার্জ্জেণ্টস্ ইনের কাঠামোটা মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য গ্রেজইনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিখ্যাত ষোড়শ শতাব্দীর হলঘরটিও ধ্বংস হইয়াছে। ইহা ছাড়া লাইব্রেরীর ২০ হাজার পুস্তকও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

ব্রিটেনের বিধ্বস্ত গির্জ্জার হিসাব

ব্রিটেনের প্রচার সচিবের দপ্তরের 'ধর্ম্মশাখা' নাৎসীদের বিমান আক্রমণে ব্রিটেনের মোট কতগুলি গির্জ্জা বিধ্বস্ত হয়েছে, তার একটি হিসাব নিয়েছেন। এদের একটি হিসাব সম্প্রতি সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, জার্ম্মানরা যে সকল 'সামরিক' লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমাবর্ষণ করেছে তাদের মধ্যে ধর্ম্মমন্দিরগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনে মোট ২,৬৫৯টি গির্জ্জা নাৎসীদের বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। তা ছাড়া বহু স্কুল, কনভেণ্ট ও যাজকের বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে।

ব্রিষ্টল নার্সের প্রসংসনীয় বীরত্ব

জর্জ্জ মেডেল প্রদানে সম্মানিত

ব্রিষ্টল প্রসূতি হাসপাতালের দুইজন নার্সকে বীরত্বের জন্য জর্জ্জ মেডেল প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের নাম এল্জি লিলিয়ান ষ্টিভেন্স এবং ভায়োলেট ইভা এলিস ফ্রাম্পটন। একটি বিমান বিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে দুইটি নারী ও দুইটি শিশুকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করিলে ইহারা অগ্রসর হইয়া আসেন। এ সম্বন্ধে লণ্ডন গেজেটে নিম্নলিখিত সংবাদ বাহির হইয়াছে:— একটি আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীলোক একটি বোমা বিধ্বস্ত বাড়ীর তলায় আটকা পড়িয়াছে, হাসপাতালে এই সংবাদ পৌঁছিলে সিস্টার ষ্টিভেন্স ও সিস্টার ফ্রাম্পটন স্বেচ্ছায় তাহার উদ্ধারার্থে যাইতে রাজী হন। মোট সাত জন লোক বাড়ীটির তলায় আটকা পড়িয়াছিল; বাড়ীটা এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে সমস্ত বাড়ীটা ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। গ্যাসে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া নার্সদ্বয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ঐ স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে সমর্থ হন।

পাঞ্জাবের লোক-সংখ্যা—৪০ লক্ষ্য বৃদ্ধি

	১৯৩১ ইং				১৯৪১ ইং
সর্ব্ব-মোট—	২৭৮৭৫০০০	...	...	...	২৩৫৮০৫৫২
মোসলমান—	৫৬·৫৪	...	...	...	৫৬·৮৫ (মোট—১৫৭৮৮০০০)
হিন্দু—	২৬·৮৩	...	...	...	২৬·৩ (মোট—৭৩৮৮০০০)
অধর্ম্মী—	১·৬৯	...	...	...	১·২৩ (মোট—৩৪৩০০০)
শিখ—	১·২৪৯	...	...	...	১৩·৪২ (মোট—৩৭২৮০০০)
দেশীয় খৃষ্টান—	১·৭৪	...	...	...	১·৭৫ (মোট—৪৮৮০০০)
জৈন—	...	...	...	...	(মোট—৩৭০০০)
অন্যান্য—	...	...	...	...	(মোট—৭০০০)

THE FORTNIGHTLY AHMADI

বার্ষিক চাঁদা—৩৲ প্রতি সংখ্যা—৵০ Regd. No. C.—1356

হাদীছুল-মাহদী

এই গ্রন্থে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহ্-মাউদ সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল সমস্যার সমধান পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আঃ-এর প্রতি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যাবতীয় এতেরাজের অকাট্য জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। সত্যান্বেষী প্রত্যেক মোসলমান ভ্রাতার ইহা এক বার পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতার নিকট ইহার এক কপি থাকা অপরিহার্য্য। মূল প্রতি কপি ২৲ টাকা। জিল্‌দা-করা কপি ২৷৷০ টাকা। ডাক-মাশুল প্রতি কপি ৷৷০ আনা। একত্রে একাধিক কপি লইলে ডাকা-খরচ কম লাগিবে। সত্বর অর্ডার দিন, নতুবা ফুরাইয়া গেলে পরে আফসোস করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ম্যানেজার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

৪নং বক্সিবাজার, ঢাকা

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
"স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহ-চিকিৎস"
এবং "আরোগ্যের পথ"
প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ৵০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).